# প্রশ্নোত্তরে কুরবানী

কৃতজ্ঞতায়

পিস পাবলিকেশন

ঢাকা


islamerpath

# সূচিপত্র

# যিলহজ্জ মাস সংক্রান্ত

## ১. প্রশ্ন: যিলহজ্জ মাসে যে তাকবীর বলার কথা রয়েছে, তার নির্দিষ্ট সময় কখন?

**উত্তর:** এ ব্যাপারে সবচেয়ে উত্তম হলো আরাফার দিন সকাল হতে মিনায় অবস্থানের শেষ দিন আসর পর্যন্ত তাকবীর পাঠ করা। তবে যিলহজ্জের প্রথম দিন হতে কুরবানীর পরের তিনদিন পর্যন্তও তাকবীর বলা যায়। (মির'আ ৫/৯০) আলী (রাঃ) আরাফার দিন ফজরের পর থেকে ঈদের পরের তিনদিনের শেষ দিন আসর পর্যন্ত তাকবীর পাঠ করতেন। (ইরওয়াউল গালীল, ৩/১২৫) তবে ঈদুল ফিতরের দিন ফজর হতে ঈদের সলাত পর্যন্ত তাকবীর পাঠ করার দলীল পাওয়া যায়। (ইরওয়াউল গালীল, হা/৬৫০)

## ২. প্রশ্ন: যিলহজ্জ মাসের নয়দিন একটানা সিয়াম পালন করা যায় কি?

**উত্তর:** যিলহজ্জ মাসের প্রথম থেকে ধারাবাহিকভাবে নয় দিন সিয়াম পালন করা যায়। রসূল (সঃ) যিলহজ্জ মাসের নয়দিন সিয়াম পালন করতেন। (সহীহ আবুদাউদ, হা/২৪৩৯) যিলহজ্জ মাসের আমল আল্লাহর নিকটে অন্য সময়ের আমলের চেয়ে উত্তর।

আমলগুলো হচ্ছে- সলাত, সিয়াম, হজ্জ, সদাক্বা। (মির‘আত্ ৫/৮৯, ‘কুরবানী অধ্যায়’; নায়লুল আওত্বার, ৩/৩১৩)

## ৩. প্রশ্ন: যিলহজ্জ মাসে আইয়ামে বীজের সিয়াম পালন করা যাবে কি?

**উত্তর:** নিয়মিতভাবে আইয়ামে বীজের সিয়াম পালনকারী ব্যক্তিগণ যিলহজ্জ মাসে মাত্র দুটি অর্থাৎ ১৪ ও ১৫ তারিখ সিয়অম পালন করবেন। কারণ প্রতি মাসে দু’টি সিয়ামও পালন করা যায়।

নবী (সঃ) এক ব্যক্তিকে বললেন, তুমি প্রতিমাসে একদিন সিয়াম পালন করো। লোকটি বলল, আমি এর চেয়ে বেশী পারব। রসূল (সঃ) বললেন, তুমি প্রতি মাসে দু’দিন সিয়াম পালন করো। লোকটি বলল, আমি এর চেয়ে বেশী পারব। রসূল (সঃ) বললেন, তুমি প্রতি মাসে তিনদিন সিয়াম পালন করো।

(নাসাঈ, হা/২৪৩৪, ২৩৯৪)

তবে যিলহজ্জের ১৪, ১৫ ও ১৬ তারিখেও সিয়াম পালন করতে পারেন।

(আবু দাউদ, হা/২৪৫৩)

# কুরবানী ও আক্বীক্বা

## ৪. প্রশ্ন: কুরবানী কী? ঈদুল আযহা ও কুরবানীর মধ্যে পার্থক্য কী?

**উত্তর:** আরবী 'কুরবান' শব্দটি ফারসী বা উর্দূতে 'কুরবানী' রূপে পরিচিত হয়েছে, যার অর্থ 'নৈকট্য'। আর'কুরবান' শব্দটি 'কুরবাতুন' শব্দ থেকে উৎপন্ন। আরবী 'কুরবাতুন' এবং 'কুরবান' উভয় শব্দের শাব্দিক অর্থ- নিকটবর্তী হওয়া, কারো নৈকট্য লাভ করা প্রভৃতি। ইসলামী পরিভাষায় 'কুরবানী' ঐ মাধ্যমকে বলা হয়, যার দ্বারা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের নৈকট্য অর্জন ও তার ইবাদতের জন্য পশু যবেহ করা হয়। (মাজদুদ্দীন ফীরোযাবাদী, আল-ক্বামূসূল মুহীত্ব, পৃ. ১৫৮; মুফরাদাতি ইমাম রাগিব, ৩/২৮৭; তাফসীরে কাশশাফ, ১/৩৩৩; বায়যাবী, ১/২২২)

আরবীতে 'কুরবানী' শব্দটি ব্যবহৃত হয় না। তাই কুরআনে 'কুরবানী'র বদলে 'কুরবান' শব্দটি মোট তিন জায়গায় ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন- (১) ৩নং সূরা আলি ইমরানের ১৮৩ নং আয়াত, (২) ৫নং সূরা মায়িদার ২৭ নং আয়াত এবং (৩) ৪৬নং সূরা আহক্বাফের ২৮ নং আয়াত। অনুরূপভাবে হাদীসেও 'কুরবানী' শব্দটি ব্যবহৃত না হয়ে তার পরিবর্তে 'উযহিয়্যাহ' এবং 'যাহিয়্যাহ' প্রভৃতি শব্দ ব্যবহৃত

হয়েছে। 'উযহিয়্যাহ' কুরবানীর দিনসমূহে আল্লাহর সান্নিধ্য লাভের উদ্দেশ্যে যবেহযোগ্য উট, গরু, ছাগল বা ভেড়াকে বলা হয়। এ শব্দটি 'যুহা' শব্দ থেকে গৃহীত যার অর্থ 'পূবাহ্ন'। যেহেতু কুরবানী যবেহ করা উত্তম সময় হলো ১০ যিলহজ্জের (ঈদের দিনের) পূর্বাহ্নকাল, তাই ঐ সামঞ্জস্যের জন্য তাকে 'উযহিয়্যাহ' বলা হয়েছে। এটিকে আবার 'যাহিয়্যাহ' বা 'আযহাহ'ও বলা হয়। আর 'আযহাহ' এর বহুবচন হলো 'আযহা', যার সাথে সম্পর্ক জুড়ে ঈদের নাম হয়েছে 'ঈদুল আযহা'। বলা বাহুল্য, 'ঈদুযযোহা' কথাটি ঠিক নয়।

মূলত ফারসী, হিন্দী, উর্দূ ও বাংলা ভাষায় আরবী 'কুরবান' শব্দটি 'কুরবানী' অর্থে ব্যবহৃত হয়। বাংলার মুসলিমরাও 'কুরবানী' শব্দটির সাথে বেশ পরিচিত।

বর্তমানে আমাদের নিকটে কুরবানীর পশুকেই বিশেষভাবে 'কুরবান' বলা হয়। (তাফসীরে আলমানার, ৬/৩৪২) আবার, ঐ যবেহকৃত পশুকেই 'কুরবান' বলা হয়, যা লোকেরা আল্লাহর নৈকট্য লাভের জন্য পেশ করে থাকে। (তাফসীরে মাযহারী, ২/১৮৮)

ভারতীয় উপমহাদেশ তথা ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশ কুরবানী বলতে বোঝায় যিলহজ্জ মাসের ১০ (দশ) থেকে ১২ (বারো) বা ১৩ (তের) তারিখ আসরপর্যন্ত আল্লাহর নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে উট, গরু, বকরী ও ভেড়া প্রভৃতির মধ্য হতে কোন একপশুকে যবেহ করা।

## ৫. প্রশ্ন: কুরবানী উদ্দেশ্য কি?

**উত্তর:** কুরবানীর মূল উদ্দেশ্য আল্লাহভীতি অর্জন করা, যাতে মানুষ এটা উপলব্ধি করে যে, আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহের কারণেই শক্তিশালী পশুগুলো তাদের মতো দুর্বলদের অনুগত হয়েছে এবং তাদের গোশত, হাড়-হাড্ডি-মজ্জা ইত্যাদির মধ্যে তাদের জন্য রুজী নির্ধারিত হয়েছে। জাহেলী যুগের আরবরা আল্লাহর নৈকট হাসিলের অসীলা হিসেবে তাদের মূর্তির নামে কুরবানী করত। অতঃপর তার গোশতের কিছু অংশ মূর্তিগুলোর মাথায় রাখত ও তার উপরে কিছু রক্ত ছিঁটিয়ে দিত। কেউ বা উক্ত রক্ত কা'বা গৃহের দেওয়ালে লেপন করত। মুসলমানদের কেউ কেউ অনুরূপ করার চিন্তা করলে নিম্নের আয়াতটি নাযিল হয়। আল্লাহ বলেন, অর্থাৎ,

لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ

*"কুরবানীর পশুর গোশত বা রক্ত আল্লাহর নিকটে পৌঁছে না। বরং তাঁর নিকটে পৌঁছে কেবলমাত্র তোমাদের 'তাক্বওয়া' বা আল্লাহভীতি।"* **[সূরা হাজ্জ (২২): ৩৭]**

## ৬. প্রশ্ন: ইবরাহীম (আঃ) কি ইসমাঈলকে কুরবানী করেছিলেন, না ইসহাক্বকে?

**উত্তর:** ইবরাহীম (আঃ) তার প্রথম ও জ্যেষ্ঠ পুত্র ইসমাঈল (আঃ)-কে কুরবানী করেছিলেন। এটাই কুরআন ও হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। নিঃসন্তান ইবরাহীম (আঃ) আল্লাহর কাছে সুসন্তান প্রার্থনা করেছিলেন। সেই দু’আরবদৌলতে যে সন্তানকে তিনি পেয়েছিলেন তাকেই কুরবানী করার জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে আদিষ্ট হন। [সূরা আস্সফফাত (৩৭): ১০০-১০৮] আরপ্রথম ও বড় সন্তান যে ইসমাঈল (আঃ) ছিলেন তা কুরআনের বর্ণনায় বুঝা যায়। যেমন-

১.

قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ......

*“তোমরা বলো, আমরা ঈমান আনলাম আল্লাহর উপরে এবং যা নাযিল হয়েছে আমাদের প্রতি এবং যা নাযিল হয়েছিল ইবরাহীমের প্রতি এবং ইসমাঈল, ইসহাক্ব, ইয়াকূব ও তাদের বংশধরগণের প্রতি.......”* **[সূরা বাক্বারা (২): ১৩৬]** অনুরূপ বর্ণনা এসেছে বাক্বারাহ ১৩৩, ১৪০; আলে ‘ইমরান ৮৪; নিসা ১৬৩; ইবরাহীম ৩৯; সফফাত ১১২-১১৩ নং আয়াতে। এগুলোর মধ্যে সূরা ইবরাহীম ৩৯ নং আয়াতে ইবরাহীম (আঃ) আল্লাহর প্রশংসায় বলছেন,

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ ۚ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاءِ

***অর্থাৎ, "সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি আমাকে বৃদ্ধ বয়সে দান করেছেন ইসমাঈল ও ইসহাক্বকে। নিশ্চয়ই আমার প্রতিপালক দু'আকবূলকারী।***

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ইবরাহীমকে দু'টি পুত্র সন্তান দান করেছিলেন। তন্মধ্যে মা হাজেরার গর্ভে ইসমাঈল (আঃ) জন্মগ্রহণ করেন, যখন ইবরাহীম (আঃ)-এর বয়স হয়েছিল ৮৬ বছর। পক্ষান্তরে ইবরাহীম (আঃ)-এর ১০০ বছর বয়সে অন্যূন ৯০ বছর বয়সী সারার গর্ভে ইসহাক্বের জন্ম হয়। এ হিসাবে ইসমাঈল (আঃ)-কে তার প্রথম সন্তান ও অন্য বর্ণনায় একমাত্র ছেলেকে কুরবানী করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। (তাফসীর ইবনু কাসীর, ৪/১৬-১৯)

২. ইবরাহীম (আঃ) তার ছেলেকে মক্কার প্রায় ৮ কি. মি. দক্ষিণ-পূর্বে মিনা প্রান্তরে নিয়ে গিয়ে কুরবানী করছিলেন। আর এই ছেলে নিঃসন্দেহে ইসমাঈল ছিলেন। ইসমাঈল ও তার মা হাজেরাকে মক্কায় রেখে গিয়েছিলেন ইবরাহীম (আঃ) (সূরা ইবরাহীম ১৪/৩৭; সহীহ বুখারী হা/৩৩৬৪) শৈশবকাল থেকে তিনি এখানেই বড় হয়েছেন, তিনি এখানকার আদি বাসিন্দা ও 'আবুল আরব' নামে খ্যাত। অপরদিকে ইসহাক্ব (আঃ) প্রায় ১৪ বছর পরে কেন'আনে জন্মগ্রহণ

করেন এবং শৈশবে তিনি মক্কায় এসেছেন, এমন কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না।

অতএব, যারা ইসহাক্ব (আঃ)-কে কুরবানীর কথা বলেন, তাদের বিশেষ দলীল হলো সূরা সফফাতের ১১২ নং আয়াতে উল্লেখিত সুসংবাদ। অথচ এ সুসংবাদ ছিল পরের এবং তা ছিল নিঃসন্তান সারার জন্য। যা কুরআনের বর্ণনাভঙ্গিতেই বুঝা যায়। (বিস্তারিত দেখুন, মুহাম্মদ আসাদুল্লাহ আল গালীব প্রণীত 'নবীদের কাহিনী' গ্রন্থের ১/১৪২-৪৩ পৃ.) তাছাড়া অন্য আয়াতে এসেছে, "অতঃপর আমি তাকে ইসহাক্বের জন্মের সুখবর দিলাম এবং ইসহাক্বের পরে ইয়া'কূবেরও। " [সূরা হূদ (১১): ৭১]

সুতরাং আল্লাহ যেহেতু ইবরাহীম (আঃ)-কে পূর্বেই সুসংবাদ দিয়েছে ইসহাক্বের জন্মের এবং তার পরে ইয়া'কূবের, অথচ ইসহাক্বকে শৈশবেই যবেহ করার নির্দেশ দিবেন ইয়া'কূবের জন্মের পূর্বেই এটা কি করে সম্ভব?

আবার, যারা ইসহাক্বকে যবীহুল্লাহ বলেন, তারা ইসরাঈলী বর্ণনার উপর নির্ভর করেন। অথচ ইরসাঈলীদের গ্রন্থসমূহ বিকৃত ও পরিবর্তিত। এটা আরবদের প্রতি ইহুদীদের চিরন্তন প্রতিহিংসার বহিঃপ্রকাশ মাত্র। কেননা, ইসমাঈল (আঃ) ছিলেন আরব জাতির পিতা, যিনি হেজাযে বসবাস করতেন। আরতার বংশেই এসেছিলেন শেষনবী মুহাম্মদ (সঃ)। পক্ষান্তেরে ইসহাক্ব ছিলেন ইয়া'কূবের পিতা,

ইয়া'কূবের অপর নাম ছিল ইসরাঈল, যার দিকে ইসরাঈলীদের সম্বন্ধিত করা হয়। ফলে হিংসুক ইসরাঈলীরা আরবদের সম্মান ছিনিয়ে নেয়ার জন্য আল্লাহর বাণীকে পরিবর্তন করেছে ও তাতে বৃদ্ধি করেছে, যেটা অপবাদ মাত্র। (তাফসীর ইবনু কাসীর, ৪/১৮-১৯)

## ৭. প্রশ্ন: কুরবানী ইবরাহীম (আঃ)-এর সুন্নাত, কুরবানীর পশুর প্রত্যেক লোমে নেকী রয়েছে-এ কথা কি সত্য?

**উত্তর:** উক্ত মর্মে বর্ণিত হাদীসটি নিতান্তই জাল। হাদীসটি হচ্ছে- 'যায়েদ ইবনু আরকাম (রাঃ) বলেন, সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, 'হে আল্লাহর রসূল (সঃ)! এ কুরবানী কী?' নবী করীম (সঃ) বললেন, এটা হচ্ছে তোমাদের পিতা ইবরাহীম (আঃ)-এর সুন্নাত। সাহাবীগণ বললেন, এতে আমাদের জন্য কি রয়েছে? রসূল (সঃ) বললেন, প্রত্যেক লোমে একটি করে নেকি রয়েছে।' (আহমাদ, মিশকাত, হা/১৪৭৬; হাদীসটি জাল, আলবানী, তাহক্বীক্ব মিশকাত, হা/১৪৭৮) তবে মুসলিম উম্মহর উপরে যে কুরবানীর নিয়ম নির্ধারিত হয়েছে তা ইবরাহীম (আঃ) কর্তৃক স্বীয় পুত্র ইসমাঈল (আঃ)-কে আল্লাহর রাহে কুরবানী দেওয়ার অনুসরণে 'সুন্নাত' হিসেবে চালু হয়েছে। (শাওকানী, নায়লুল আওত্বার, ৬/২৮৮)

## ৮. প্রশ্ন: আক্বীকা কি এবং কিভাবে আক্বীক্বার প্রচলন হলো?

**উত্তর:** 'আক্বীক্বা' আরবী শব্দ। ইসলামী পরিভাষায়, নবজাত শিশুর মাথার চুল অথবা সপ্তম দিনে নবজাতকের চুল ফেলার সময় যবেহকৃত বকরীকে আক্বীক্বা বলা হয়।

বুরায়দা (রাঃ) বলেন, জাহেলী যুগে আমাদের কারও সন্তান ভূমিষ্ট হলে তার পক্ষ হতে একটা বকরী যবেহ করা হতো এবং তার রক্ত শিশুর মাথায় মাখিয়ে দেওয়া হতো। অতঃপর ইসলাম আসার পর আমরা শিশু জন্মের সপ্তম দিনে বকরী যবেহ করি এবং শিশুর মাথা মুণ্ডন করে সেখানে যাফরান মাখিয়ে দেই। (আবু দাউদ) তবে রাযীন-এর বর্ণনায় এসেছে যে, ঐদিন আমরা শিশুর নাম রাখি। (মিশকাত, হা/৪১৫৮, যবেহ ও শিকার' অধ্যায়, 'আক্বীক্বা' অনুচ্ছেদ) আলী (রাঃ) বর্ণিত হাদীসে এসেছে যে, হাসানের আক্বীক্বার দিন রসূল (সঃ) তার কন্যা ফাতিমাকে বলেন, হাসানের মাথার চুলের ওজনে রূপা সদাক্বা করো। তখন আমরা তা ওজন করি এবং তা এক দিরহাম (রৌপ্যমুদ্রা) বা তার কিছু কম হয়। (তিরমিযী, মিশকাত, হা/৫১৫৪; আহমাদ, ইরওয়া, হা/১১৭৫) উল্লেখ্য যে, 'চুলের ওজনে স্বর্ণ বা রৌপ্য দেওয়ার ও সপ্তম দিনে খৎনা দেওয়ার' বিষয়ে বায়হাক্বী ও ত্বাবারানী বর্ণিত হাদীস যঈফ। (আলবানী, ইরওয়াউল গালীল, ৪/৩৮৩, ৩৮৫)

রসূল (সঃ) বলেন, সন্তানের সাথে আক্বীক্বা জড়িত। অতএব তোমরা তার পক্ষ থেকে রক্ত প্রবাহিত কর এবং তার থেকে কষ্ট দূর করে

দাও। (অর্থাৎ তার জন্য একটি আক্বীক্বার পশু যবেহ করো এবং তার মাথার চুল ফেলে দাও) (বুখারী, মিশকাত, হা/৪১৪৯, 'আক্বীক্বা' অনুচ্ছেদ) তিনি (সঃ) আরো বলেন, প্রত্যেক শিশু তার আক্বীক্বার সাথে বন্ধক থাকে। অতএব জন্মের সপ্তম দিনে তার পক্ষ থেকে পশু যবেহ করতে হয়, নাম রাখতে হয় ও তার মাথা মুণ্ডন করতে হয়। (আবূ দাঊদ, নাসাঈ, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, আহমাদ; ইরওয়া, হা/১১৬৫)

ইমাম খাত্তাবী (রহঃ) বলেন, 'আক্বীক্বার সাথে শিশু বন্ধক থাকে'- এ কথার ব্যাখ্যায় ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রহঃ) বলেন, যদি বাচ্চা আক্বীক্বা ছাড়াই শৈশবে মারা যায়, তাহলে সে তার পিতা-মাতার জন্য ক্বিয়ামতের দিন শাফা'আতকরবে না। ' কেউ বলেছেন, আক্বীক্বা যে অবশ্য করণীয় এবং অপরিহার্য বিষয়, সেটা বুঝানোর জন্যই এখানে 'বন্ধক' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, যা পরিশোধ না করা পর্যন্ত বন্ধকদাতার নিকট বন্ধক গ্রহীতা আবদ্ধ থাকে। (শাওকানী, নায়লুল আওত্বার, ৬/২৬০) মোল্লা আলী ক্বারী বলেন, 'এর (বন্ধকের) অর্থ এটা হতে পারে যে, আক্বীক্বা বন্ধকী বস্তুর ন্যায়। যতক্ষণ তা ছাড়ানো না যায়, ততক্ষণ তা থেকে উপকার গ্রহণ করা যায় না। সন্তান পিতা-মাতার জন্য আল্লাহর বিশেষ নিয়ামত। অতএব এ জন্য শুকরিয়া আদায় করা তাদের উপর অবশ্য কর্তব্য। (মিরক্বাত, ৮/১৫৬) তবে সাত দিনের পূর্বে শিশু মারা গেলে তার জন্য আক্বীক্বার কর্তব্য শেষ হয়ে যায়। (নায়লুল আওতার, ৬/২৬১)

আক্বীক্বা করা সুন্নাত। সাহাবী, তাবেঈ ও ফক্বীহ বিদ্বানগণের প্রায় সকলে এতে একমত৷ হাসান বসরী ও দাউদ যাহেরী একে ওয়াজিব বলেন। তবে আহলুর রায় (হানাফী) গণ একে সুন্নাত বলেন না। কেননা, এটি জাহেলী যুগে রেওয়াজ ছিল। কেউ বলেন, এটি তাদের কাছে ইচ্ছাধীন বিষয়। (ইবনু কুদামা, আল্‌মুগনী, ৩/৫৮৬; নায়ল, ৬/২৬০) নিঃসন্দেহে এটি প্রাক-ইসলামী যুগে চালু ছিল। কিন্তু তার উদ্দেশ্য ও ধরন পৃথক ছিল। ইসলাম আসার পর আক্বীক্বার রেওয়াজ ঠিক রাখা হয়। কিন্তু তার উদ্দেশ্য ও ধরনে পার্থক্য হয়। জাহেলী যুগে আশুরার সিয়াম চালু ছিল, ইসলামী যুগেও তা অব্যাহত রাখা হয়। অতএব প্রাক-ইসলামী যুগে আক্বীক্বা ছিল বিধায় ইসলামী যুগে সেটা করা যাবে না, এমন কথা ঠিক নয়।

## ৯. প্রশ্ন: কুরবানীর পশুতে আক্বীকার নিয়ত করে কুরবানী করা যাবে কি?

**উত্তর:** কুরবানী ও আক্বীক্বা দু'টি পৃথক ইবাদত। কুরবানীর পশুতে আক্বীকার নিয়ত করা শরী'আতসম্মত নয়। রসূল (সঃ) বা সাহাবায়ে কেরামের যুগে এ ধরনের আমলের অস্তিত্ব ছিল না। (আলোচনা দ্র. নায়লুল আওত্বার, ৬/২৬৮, 'আক্বীকা অধ্যায়'; মির'আত্ ২/৩৫১, ৫/৭৫) 'কুরবানী ও আক্বীকা দু'টিরই উদ্দেশ্যে আল্লাহর নৈকট্য হাসিল করা' হলেও হানাফী মাযহাবের স্তম্ভ বলে

খ্যঅত ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) এ মতের বিরোধিতা করেন। ইমাম আহমাদ (রহঃ), ইমাম ইবনে হাযম, হাফিয ইবনুল কাইঊম (রহঃ)-এর মতেও কুরবানী ও আক্বীকা একসাথে একই পশুতে করা যাবে না। (তুহফাতুল মওদূদ বিআহকামিল মওলূদ, পৃ. ৪৭, ৫০; আল্ মুহাল্লা, ৭/৫২৩) এ ক্ষেত্রে বলা আবশ্যক যে, কুরবানীর পশুতে আক্বীক্বার ভাগ নেওয়ার কোন প্রমাণ রসূল (সঃ) বা সাহাবায়ে কিরামের কথা ও কর্মে পাওয়া যায় না। তাছাড়া কোন সহীহ, এমনকি যঈফ হাদীস দ্বারাও এ বিষয়টি প্রমাণিত হয়নি। এটা মূলত ধারণা ভিত্তিক আমল, যা এ দেশে চালু রয়েছে।

## ১০. প্রশ্ন: আক্বীক্বা ও কুরবানীর দিন একইহলে কি করতে হবে?

**উত্তর:** আক্বীক্বা ও কুরবানী একই দিনে হলে সম্ভব হলে দু'টিই করতে হবে। নইলে কেবল আক্বীক্বা করবে। কেননা, আক্বীক্বা জীবনে একবার হয় এবং তা শিশুর জন্মের সপ্তম দিনেই করতে হয়। আরঅন্যদিকে কুরবানী প্রতি বছর করা যায়। (আবু দাউদ, নাসাঈ, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, আহমাদ; ইরওয়া, হা/১১৬৫) যেমন গোসলের কারণ উপস্থিত হলে একটি গোসল করলেই যথেষ্ট, জুম'আর দিনে ঈদের সলাত আদায় করলে আর জুম'আনা আদায় করলেও চলে, বিদায়ের সময় হজ্জের তাওয়াফ করলে আরবিদায়ী তাওয়াফ না করলেও চলে, যুহরের সময় মসজিদে প্রবেশ করে যুহরের সুন্নাত

সলাত আদায় করলে পৃথক করে তাহিয়াতুল মাসজিদ আদায় করতে হয় না এবং তামাতু হজ্জের কুরবানী দিলে আরপ্রথকভাবে কুরবানী না দিলেও চলে। (মানারুস সাবীল, ১/২৮০) উল্লেখ্য যে, সাতদিনের পরে ১৪ ও ২১ দিনে আক্বীক্বা দেওয়ার ব্যাপারে বর্ণিত হাদীসটি যঈফ। (ত্বাবারানী, হাকিম; ইরওয়াউল গালীল, হা/১১৭০)

## ১১. প্রশ্ন: আক্বীকার জন্য দাঁতওয়ালা ছাগল বা খাসি হওয়া আবশ্যক কি-না?

**উত্তর:** ছেলের জন্য একই ধরণের দু'টি ছাগল বা ভেড়া এবং মেয়ের জন্য একটি ছাগল বা ভেড়া দিয়ে আক্বীক্বা করা সুন্নাত। কুরবানীর পশুর ন্যায় আক্বীক্বাতে দাঁত হওয়া শর্ত নয়। তবে দোষ-ত্রুটি থেকে মুক্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। (ইতহাফুল কেরাম শারহ বুলুগুল মারাম, পৃ. ৪০৭, 'আক্বীক্বা' অনুচ্ছেদ)

## ১২. প্রশ্ন: যদি কেউ যিলহজ্জ মাসের প্রথম দিকে কুরবানী করার ইচ্ছা না করে বরং কয়েকদিন অতিবাহিত হওয়ার পর কুরবানীর নিয়ত করলেও কি সে চুল ও নখ কাটা থেকে বিরত থাকবে?

**উত্তর:** যদি কেউ যিলহজ্জ মাসের প্রথম দিকে কুরবানী করার নিয়ত না করে কয়েকদিন অতিবাহিত হওয়ার পর কুরবানীর নিয়ত করলেও তার জন্য চুল ও নখ কাটা থেকে বিরত থাকা ওয়াজিব।

## ১৩. প্রশ্ন: কুরবানীর চাঁদ উঠলে নাকি কোন পশু যবেহ করা যায় না? তাহলে এ সময় জন্মের ৭ম দিনে আক্বীক্বা করতে হলে করণীয় কি?

**উত্তর:** কুরবানীর চাঁদ উঠলে কোন পশু যবেহ করা যায় না মর্মে কথাটি ঠিক নয়। কুরবানীর চাঁদ উঠার পরও হালাল পশু যবেহ করা যায়। এতে শরীয়তে কোন নিষেধাজ্ঞা নেই। সুতরাং জন্মের ৭ম দিনে ঈদের দিন হলেও আক্বীকা দেওয়া যাবে। তবে কুরবানী দাতার জন্য নখ ও চুল কাটা নিষেধ রয়েছে। (মুসলিম, মিশকাত, হা/১৪৫৯, 'কুরবানী' অনুচ্ছেদ)

## ১৪. প্রশ্ন: ক্বিয়ামতের মাঠে কুরবানীর পশুর লোম, শিং ও ক্ষুর উপস্থিত হবে। এ কথা টি ঠিক?

**উত্তর:** উক্ত বিষয়ে বর্ণিত হাদীসটি যঈফ। (যঈফ ইবনু মাজাহ, মিশকাত, হা/১৪৭০) আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'কুরবানীর গোশত ও রক্ত আল্লাহর নিকটে পৌঁছে না; বরং তোমাদের তাক্বওয়া আল্লাহর

নিকটে পৌঁছে। ' [সূরা হজ্জ (২২): ৩৭] যারা আল্লাহর সন্তুষ্টির আশায় বৈধ অর্থ দ্বারা কুরবানী করবে তারাই কুরবানীর নেকী পাবে।

# কুরবানীর পশুর বিধান সম্পর্কিত

**১৫. প্রশ্ন: অনেক সময় গাভী যবেহ করার পর পেটে বাচ্চা পাওয়া যায়। এ অবস্থায় গাভীর গোশত খাওয়া যাবে কি>**

**উত্তর:** গাভীর গোশত খাওয়া যাবে। এমনকি রুচি হলে পেটের বাচ্চাও খেতে পারে।

আবু সাঈদ খুদরী বলেন, আমি বললাম, 'হে আল্লাহর রসূল (সঃ)! আমরা উটনী, গাভী ও ছাগী যবেহ করি এবং কখনো কখনো আমরা তার পেটে বাচ্চা পাই। আমরা ঐ বাচ্চা ফেলে দিব, না খাব?' রসূল (সঃ) বললেন, 'তোমাদের ইচ্ছা হলে খাও। কারণ, বাচ্চার মাকে যবেহ করা বাচ্চাকে যবেহ করার শামিল। ' (আবু দাঊদ, ইবনু মাজাহ, দারেমী: মিশকাত, হা/৪০৯১-৯২, 'যবেহ ও শিকার অধ্যায়)

## ১৬. প্রশ্ন: যবেহকৃত পশুর পেটে বাচ্চা থাকলে সেই বাচ্চা খাওয়া যাবে কি? যদি খাওয়া যায়, তাহলে যবেহ করে খেতে হবে, না এমনিতেই গোশত বানিয়ে নিতে হবে?

**উত্তর:** যবেহকৃত পশুর পেটে প্রাপ্ত বাচ্চা মৃত হোক বা জীবিত হোক খাওয়া জায়েয। পুনরায় যবেহ করার প্রয়োজন নেই। এ সম্পর্কে রসূল (সঃ) বলেন, 'মায়ের যবেহ তার বাচ্চার জন্য যথেষ্ট।' (আহমাদ, সহীহ ইবনু মাজাহ, হা/২৬০৮; সহীহ আবূ দাঊদ, হা/১৫১৬ প্রভৃতি; মিশকাত, হা/৪০৯১, 'শিকার ও যবেহসমূহ' অধ্যায় অনুচ্ছেদ)

## ১৭. প্রশ্ন: পশুর বাচ্চা প্রসবের পর ঐ বাচ্চা যদি কুরবানীর নিয়ত করা হয়, অতঃপর কিছুদিন পর যদি তা ত্রুটিযুক্ত হয়, তাহলে তা দ্বারা কুরবানী জায়েয হবে কি?

**উত্তর:** কোন পশুকে কুরবানীর জন্য নির্দিষ্ট করার পর যদি ত্রুটি প্রকাশ পায়, তাহলে তা দ্বারা কুরবানী করাতে কোন অসুবিধা নেই। (মির'আতুল মাফাতীহ, ৫/৪৮, 'কুরবানী অনুচ্ছেদ') তবে তা বিক্রি করে তার বদলে উত্তম পশু কুরবানী দেওয়া ভাল।

**১৮. প্রশ্ন: কুরবানীর ঈদের চাঁদ উঠার পর কুরবানীর পশু ক্রয় করা হয়েছিল কিন্তু ঈদের আগের রাত্রে তা চুরি হয়ে যায়, এতে কুরবানীদাতা কি কুরবানীর নেকি পাবেন?**

**উত্তর:** কুরবানীদাতা কুরবানীর নেকি পাবেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'কুরবানীর পশুর গোশত বা রক্ত আল্লাহর নিকটে পৌঁছে না, বরং তার নিকটে পৌঁছে কেবলমাত্র তোমাদের 'তাক্বওয়া'। [হজ্জ (২২): ৩৭] সুতরাং কুরবানীর পশু চুরি হয়ে গেলেও কুরবানীদাতা নেকি পাবেন।

**১৯. প্রশ্ন: কুরবানীর বকরী ক্রয়ের কিছুদিন পর বকরীর পায়ের খুর বড় হওয়ায় খুঁড়িয়ে হাঁটে। এমতাবস্থায় পায়ের খুর কাটা যাবে কি? অথবা যে অবস্থায় আছে, সে অবস্থায় কুরবানী জায়েয হবে কি?**

**উত্তর:** পশুর চলাফেরা যদি কষ্ট মনে হয়, তবে পায়ের বর্ধিত খুর কাটা দোষণীয় নয়। তাছাড়া, নিখুঁত পশু ক্রয়ের পর যদি নতুন করে খুঁৎ হয় বা পুরনো কোন দোষ বেরিয়ে আসে, তবে ঐ পশু দ্বারাই কুরবানী জায়েয হবে। (মির'আত ২/৩৬৩; ফিক্বহুস সুন্নাহ, ১/৭৩৮)

## ২০. প্রশ্ন: কুরবানীর জন্য পূর্ব থেকে রাখা খাসির হঠাৎ এক পায়ের খুর ভেঙ্গে গেছে। এখন উক্ত খাসি দ্বারা কুরবানী জায়েয হবে কি?

**উত্তর:** কুরবানী না হওয়ার জন্য নবী করীম (সঃ) প্রাণীর যেসব দোষ উল্লেখ করেছেন, খুর ভেঙ্গে যাওয়া তার অন্তর্ভূক্ত নয়। আলী (রাঃ) বলেন, রসূল (সঃ) আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন আমরা যেন কুরবানীর পশুর চোখ ও কান উত্তমরূপে দেখে নিই এবং আমরা যেন এমন পশু কুরবানী না করি, যার কানের অগ্রভাগ কাটা বা শেষ ভাগ কাটা অথবা যার কানে গোলাকার ছিদ্র হয়েছে বা যে পশুর কান পাশের দিকে কেটে দু'ভাগ হয়ে গেছে। (তিরমিযী, মিশকাত, হা/১৪৬৩) আলী (রাঃ) বলেন, রসূল (সঃ) আমাদের নিষেধ করেছেন আমরা যে শিং ভাঙ্গা ও কান কাটা পশু দ্বারা কুরবানী না করি। (ইবনু মাজাহ, মিশকাত, হা/১৪৬৪)

বারা ইবনু 'আযেব (রাঃ) বলেন, একবার রসূল (সঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল কুরবানীতে কি ধরনের পশু হতে বেঁচে থাকা উচিত। তখন রসূল (সঃ) হাতের ইশারা করে বললেন, চার রকমের পশু হতে বেচেঁ থাকা উচিত- স্পষ্ট খোঁড়া, স্পষ্ট কানা, স্পষ্ট রোগী এবং জীর্ণশীর্ণ। (নাসাঈ, মিশকাত, হা/১৪৬৪)

# কুরবানীর পশু যবেহর নিয়ম

## ২১. প্রশ্ন: কুরবানীর পশু কোন দিকে কাত করে এবং কোন দিকে মাথা রেখে যবেহ করতে হবে?

**উত্তর:** কুরবানীর পশুর মাথা দক্ষিণ দিকে রেখে বাম কাতে ফেলে যবেহ করবে। তখন যবেহকারী ক্বিবলামুখী হবে। (সুবুলুস-সালাম, ৪/১৭৭; মির'আত্ ১/৩৫১) উল্লেখ্য, এ সময় ক্বিবলামুখী হয়ে ও পশুকে ক্বিবলামুখী করা জরূরী নয়। তবে ক্বিবলামুখী হয়ে এবং পশুকে ক্বিবলামুখী করে যবেহ করা উত্তম। আব্দুল্লাহ ইবনু উমর (রাঃ) ক্বিবলামুখী হয়ে যবেহ করাকে পছন্দ করতেন। তার থেকে আরো বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি ক্বিবলামুখী না করে যবেহ করা পশুর গোশত খাওয়াকে অপছন্দ করতেন। (আলবানী, মানাসিকুল হাজ্ব ওয়াল উমরাহ, পৃ. ৩৪) অতএব বিষয়টি কেবল উত্তম আর অনুত্তমের ব্যাপার। যদি জরূরী হতো তাহলে অবশ্যই রসূল (সঃ) স্পষ্ট করে বলে যেতেন।

## ২২. প্রশ্ন: কুরবানীর পশু ঈদগাহে যবেহ করা সম্পর্কে কোন বিধান আছে কি? বাড়িতে যবেহ করা যাবে কি-না?

**উত্তর:** কুরবানীর পশু কুরবানীর নিদর্শন প্রকাশের উদ্দেশ্যে ঈদগাহে যবেহ করা ভাল। (মির'আতুল মাফাতীহ, ৫/৮৪, 'কুরবানী অনুচ্ছেদ') ইবনু উমার (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূল (সঃ) ঈদগাহে কুরবানী করতেন। ইবনু উমারও তাই করতেন (বুখারী, মিশকাত, হা/১৪৫৭; সহীহ আবু দাউদ, হা/২৮১১) তবে ঈদগাহ ব্যতীত অন্যত্রও কুরবানী করা যায়। (বুখারী, মুসলিম মিশকাত, হা/১৪৭২) আবার স্ব স্ব বাড়িতে কুরবানীর পশু যবেহ করাও শরীয়তসম্মত। (সহীহ ইবনু মাজাহ, হা/২৫৭০)

## ২৩. প্রশ্ন: কুরবানীর পশু নিজে যবেহ করবে, না অন্যের মা্যেমে যবেহ করাবে? কুরবানীর পশুর মাথাগুলো যবেহকারী ইমাম সাহেব নিয়ে নেন। এটা কি ঠিক?

**উত্তর:** কুরবানীর পশু নিজ হাতে যবেহ করা সুন্নাত। (সহীহ ইবনু মাজাহ, হা/২৫৭১) তবে অন্যের মাধ্যমেও যবেহ করা যায়। জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ (রাঃ) বলেন, রসূল (সঃ) কিছু উট নিজ হাতে যবেহ করলেন এবং কিছু উট অন্যে মাধ্যমে যবেহ করলেন। (সহীহ নাসাঈ, হা/৪৪৩১) যবেহের পারিশ্রমিক হিসেবে ইমাম সাহেবকে টাকা দিতে হবে। কুরবানীর গোশত বা মাথা দেওয়া যাবে না। (ফিক্বহুস সুন্নাহ, ২/৩৯, 'কুরবানীর গোশত বণ্টন' অনুচ্ছে) তবে ঐ ব্যক্তি দরিদ্র হলে

হাদিয়া স্বরূপ তাকে কিছু দেওয়াতে দোষ নেই। (আল্মমুগনী, ১১/১১০)

## ২৪. প্রশ্ন: উট যবেহ করার নিয়ম কি? সাধারণ পশুর মতো উট যবেহ করা যায় কি?

**উত্তর:** উট যবেহ করার সাধারণ নিয়ম হচ্ছে, উট দাঁড়ানো অবস্থায় অথবা উটের হাত-পা বেধেঁ কণ্ঠনালীতে ধারালো ছুরি চালিয়ে রক্ত ঝরানো। আরগরু-ছাগল যবেহ করার নিয়ম হচ্ছে, হাত-পা বেঁধে মাথা দক্ষিণ দিকে রেখে বাম কাতে ফেলে কণ্ঠনালীতে ছুরি চালানো। তবে গরু-ছাগলের মতো উটকে মাটিতে ফেলে যবেহ করলে না-জায়েয হবে না।

উল্লেখ্য যে, উটের বক্ষে ছুরি মেরে যবেহ করাই সুন্নাত। বহু হারেছা গোত্রের এক ব্যক্তি ওহুদের পাহাড়ী এলাকায় উট চরাচ্ছিল। একটি মাদী উট হঠাৎ মুমূর্ষ হয়ে পড়লে তার বুকে লাঠি মেরে রক্ত প্রবাহিত করা হয়। অতঃপর রসূল (সঃ)-কে এ সংবাদ প্রদান করলে তিনি তা খাওয়ার আদেশ দেন। (আবু দাউদ, মিশকাত, হা/৪০৯৬, 'শিকার ও যবেহ করা' অনুচ্ছেদ)।

## ২৫. প্রশ্ন: কুরবানীর পশু যবেহর পর 'আল্লাহুম্মা তাকাব্বাল্লাহু মিন্নী কামা তাকাব্বালতা মিন হাবীবিকা মুহাম্মাদীও ওয়া মিন খালীলিকা ইব্রাহীম আলাইহিস সলাতু ওয়াস সালাম'-এ দু'আটি পড়া যাবে কি?

**উত্তর:** উপরোক্ত দু'আটিতে (মুফতী মুহাম্মাদ শফী, জওয়াহিরুল ফিকহ, ১/৪৫০; মাওলানা আশরাফ আলী থানভী, বেহেশতী জেওর, ৩/৩৭; মাওলানা নদভী, ইসলামী ফিকহ, পৃ. ২৯৬; মাওলানা আ্ব সালাম বাস্তবী, ইসলামী ওযায়িফ, পৃ. ২৩৪) কিছু কমবেশী করে চার রকম শব্দে লেখা আছে। ঐ চার রকম শব্দ গুলোই সাক্ষ্য দেয় যে, ঐ দু'আটি রসূল (সঃ)-এ পবিত্র মুখনিঃসৃত ইলাহী শব্দ নয়। বরং কোন আলেমের তৈরিকৃত দু'আ ইবনু সুন্নীর 'আমামুল ইয়াওমি ওয়াল লাইলা' এবং আল্লামা জাযারীর 'হিসনে হাসীন' কিংবা হাদীসের কোন কিতাবে ঐ দু'আটি পাওয়া যায় না। এ কারণে হাদীসের হাফিজ ইমাম নববী (রহঃ) বলেন, বাহর গ্রন্থে আছে, যদি কেউ বলে- 'তাকাব্বাল মিন্নী কামা তাকাব্বালতা মিন ইব্রাহীম খালীলিকা ওয়া মুহাম্মাদিন আবদিকা ওয়া রসূলিকা সাল্লাল্লাহু আলায়হিমা' তাহলে এ বলাটা আপত্তিকর এবং পছন্দনীয় নয়। (রওযাতুত তালেবীন, ৩/২০৭) এ দু'আটি যদি কোন হাদীসে থাকত, তাহলে ইমাম নববী 'বাহর' গ্রন্থের সূত্র না দিয়ে কোন হাদীস গ্রন্থের সূত্র নিশ্চয়ই দিতেন। এ ব্যাপারে সবচেয়ে মজার কথা হচ্ছে, উক্ত বানোয়াট দু'আটিকে মাওলানা আ্ব সালাম বাস্তবী তার 'ইসলামী ওযায়িফ' গ্রন্থের ২৩৪ পৃষ্ঠাতে বুখারী ও

মুসলিমের সূত্র দিয়ে লিখেছেন এবং 'ইসলামী তালীম' গ্রন্থে ৬/২৯৪ পৃষ্ঠায়ও তিনি ঐ দু'আটি বিনা সূত্রে অর্ধেক লিখেছেন। তার লিখিত উক্ত দু'টি বইয়ের শব্দের মধ্যেও কিছু হেরফের রয়েছে। সুতরাং উক্ত দু'আটি যদি সহীহায়নের হয়, তাহলে তার শব্দগুলো বাস্তবী সাহের দু'টি বইয়ে দু'রকম কেন?

## ২৬. প্রশ্ন: পশু যবেহর সময় মাথা বিছিন্ন হওয়া বা ঘাড় মটকানোর বিধান কি?

**উত্তর:** মোরগ, মুরগী ও হাঁস প্রভৃতি যবেহর সময় কখনো কখনো দেখা যায় যে, মাথাটা ধড় থেকে আলাদা হযে যায়। ছাগল, ভেড়া, দুম্বা, গরু, মহিষ ইত্যাদি যবেহর ক্ষেত্রে এমনটা সাধারণত হয় না। এ বিছিন্ন হওয়া সম্পর্কে সাহাবী ইবনু উমার, ইবনু আব্বাস এবং আনাস (রাঃ) বলেন, কোন আপত্তি নেই। (বুখারী, পৃ-৮২৮) তবে এভাবে যবেহ করা আপত্তিকর নয়, আবার উচিতও নয়। প্রায়ই দেখা যায় যে, মোরগ-মুরগী, বিশেষকরে, হাঁস যবেহর পর ছেড়ে দিলে তা দৌড় দেয়। ফলে যবেহকারী অনেক সময় ঐ প্রাণীর ঘাড়টা মটকে দেয়। তবে, এভাবে ঘাড় মটকানো সম্পর্কে ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, নবী (রাঃ) যবেহকৃত প্রাণীর ঘাড় মটকাতে নিষেধ করেছেন। (তাবারানী, নাসবুর রায়াহ, ৪/১৮৮) অতএব ঘাড় মটকানো হারাম। অভিজ্ঞতায় দেখা যায় যে, ছুরি চালানোর পর প্রাণীটিকে ধরা অবস্থায় সামান্যক্ষণ

রক্ত ঝরিয়ে ছেড়ে দিলে সে নেতড়ে পড়ে। আর ছোঁটাছুঁটি করতে পারে না। তাই ঘাড় না মটকে এ পদ্ধতি কাজে লাগানো উচিত।

## ২৭. প্রশ্ন: কুরবানী করা পশুর রক্ত নিয়ে খেলা করার বিধান কি?

**উত্তর:** কুরবানীর সময় কোথাও কোথাও দেখা যায় যে, কিছু কিশোর ও যুবকরা কুরবানীর পশুর মাটিতে গড়িয়ে পড়া রক্ত হাতে লাগিয়ে ঘরের দেওয়ালে স্মৃতি স্বরূপ ছাপ মারে। এরূপ করা কুফরী কাজ। কারণ, জাহেলী যুগে আরবের মুশরিকরা কুরবানীর পশুর রক্ত কাবার দেওয়ালে লাগাত এবং ইহুদীরাও কুরবানীর পশুর রক্তের ছিঁটা কুরবানী করার জায়গায় ছিঁটিয়ে দিত এবং কুরবানীর গোশত জ্বালিয়ে ফেলত।

ইবনু জুরাইজ বলেন, মক্কার কাফিররা ইসলামী যুগের আগে কা'বা ঘরে উটের গোশত ছাড়াত এবং রক্ত লাগাত। তা দেখে রসূল (সঃ)-এর সাহাবীরাও বললেন, আমরা তো এ ব্যাপারে বেশী হক্বদার। তখন সূরা হজ্জের ৩৭নং আয়াত নাযিল হয় এবং তাদেরকে ঐ কাজ থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়। (সীরাতুন নবী, ৫/৩৫৮; ইবনু কাসীর, ৩/২২৫) পশু যবেহর পর যে রক্তটা যমীনে গড়িয়ে যায় সে রক্তটা হারাম। অতএব ঐ হারাম রক্তের ছাপ ঘরের বা অন্য কিছুর দেওয়ালে মারা হারাম কাজ নয় কি? এবং ঐ কাজ মুশরিক ও

ইহুদীদের সদৃশ্য বহনকারী নয় কি? তাই বয়স্কদের উচিত শিশু, কিশোরদের ঐ গর্হিত কাজ থেকে বিরত রাখা।

## ২৮. প্রশ্ন: মহিলারা কুরবানীর পশু যবেহ করতে পারে কি?

**উত্তর:** মহিলারা কুরবানীর পশুসহ যেকোন পশু যবেহ করতে পারে। কা'ব ইবনু মালিক (রাঃ) বলেন, 'তার একটি ছাগল 'সালআ' নামক চারণক্ষেত্রে ছিল। তার এক দাসী ছাগলটিকে মরণাপন্ন দেখে পাথর দ্বারা যবেহ করে দেয়। বিষয়টি তিনি রসূল (সঃ)-কে জিজ্ঞেস করলে তিনি ছাগলটি খাওয়ার নির্দেশ দেন।' (বুখারী, মিশকাত, হা/৪০৭২) এমনকি, ছুরি ধার করা ও যবেহের কাজ সাধারণ মেয়ে ছাড়াও ঋতুবতী মেয়েদের দ্বারাও করানো জায়েয। (নায়লুল আওত্বার, ৬/২৪৫-৬)

## ২৯. প্রশ্ন: আক্বীক্বার গোশত বণ্টন পদ্ধতি কি?

**উত্তর:** আক্বীক্বা গোশত কুরবানীর গোশতের ন্যায় তিন ভাগ করে একভাগ ফক্বীর-মিসকীনকে সাদাকা করে দিবে এবং একভাগ বাপ-মা ও পরিবার খাবে এবং একভাগ আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীদের মধ্যে হাদিয়া হিসেবে বণ্টন করবে। (বায়হাক্বী, ৯/৩০২) আরচামড়া

বিক্রি করে তা কুরবানীর পশুর চামড়ার ন্যায় সদাক্বা করে দিবে। (ইবনু রুশদ কুরতুবী, বেদায়াতুল মুজতাহিদ, ১/৪৬৭)

## ৩০. প্রশ্ন: কুরবানীর গোশত বণ্টন পদ্ধতি কি?

**উত্তর:** কুরবানীর গোশত তিন ভাগ করে একভাগ নিজ পরিবারের জন্য, একভাগ প্রতিবেশী যারা কুরবানী করতে পারেনি তাদের জন্য ও এক ভাগ ফক্বীর-মিসকীনদের মধ্যে বিতরণ করতে হবে। প্রয়োজনে বণ্টনে কমবেশী করায় কোন দোষ নেই। (সূরা হজ্জ আয়াত নং ৩৬; সুবুলুস সালাম শারহে বুলুগুল মারাম, ৪/১৮৮; আল মুগনী, ১১/১০৮; মির'আত্ ২/৩৬৯, ৫/১২০) উল্লেখ্য, দরিদ্রদের জন্য জমাকৃত গোশত যারা কুরবানী দিয়েছে তাদের মাঝে বণ্টন করা ঠিক নয়।

## ৩১. প্রশ্ন: কুরবানীর গোশত কতদিন পর্যন্ত রেখে খাওয়া যাবে? কুরবানীর গোশত ৮ ভাগ করে ৭ ভাগ রেখে একভাগ সমাজে বিতরণ করা বৈধ কি?

**উত্তর:** গরীব-মিসকীনকে কুরবানীর গোশত দেওয়ার পর যতদিন ইচ্ছা রেখে খাওয়া যাবে। রসূল (সঃ) বলেন, 'তোমরা (কুরবানী গোশত) খাও, জমা রাখ ও সদাক্বা করো।' (মুসলিম, সহীহ নাসাঈ,

হা/৪৪৪৩, ‘কুরবানীর গোশত জমা রাখা অনুচ্ছেদ; ইরওয়াউল গালীল, হা/১১৫৬, ৪/৩৬৯-৭০; সহীহ আবুদাউদ, হা/২৫০৩) উল্লেখিত হাদীস দ্বারা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, কুরবানীর গোশত জমা রাখার নির্দিষ্ট সময় নির্ধারণ করা হয়নি। সুতরাং যতদিন ইচ্ছা জমা রেখে কুরবানীর গোশত খেতে পারবে। কুরবানী গোশত ৮ ভাগ করার কোন ইঙ্গিত হাদীসে পাওয়া যায় না। অতএব উক্ত নিয়ম বাতিলযোগ্য।

## ৩২. প্রশ্ন: অমুসলিমদেরকে কুরবানীর গোশত দেওযা যায় কি?

**উত্তর:** আল্লাহ তা‘আলা কুরবানী গোশত দুঃস্থ, গরীব ও মিসকীনদের দেওয়ার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন । [সূরা হজ্জ (২২): ৩৬] এ আয়াতে মুসলিম-অমুসলিম পার্থক্য করা হয়নি এবং রসূল (সঃ)-এর পক্ষ থেকেও অমুসলিমদের কুরবানীর গোশত প্রদানে নিষেধের কোন প্রমাণ নেই। সুতরাং অমুসলিমদেরকে তিনটি কারণে কুরবানীর গোশত দেওয়া যায়- (১) দরিদ্র হিসেবে, (২) প্রতিবেশী হিসেবে এবং (৩) তার অন্তরকে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করার উদ্দেশ্যে। শায়খ আব্দুল্লাহ বিন বায (রহঃ) অনুরূপ মত ব্যক্ত করেছেন। (হাইয়াতু কিবারিল উলামা, ১/৫২১)

### ৩৩. প্রশ্ন: নিজের জন্য কুরবানীর যে গোশত রাখা হয়, সে গোশত বিক্রি করা যাবে কি? অথবা বিয়েতে উক্ত গোশত খাওয়ানো যাবে কি?

**উত্তর:** কুরবানীর গোশত বিক্রি করা যাবে না। (আহমাদ, মির'আত৫/১২১) চাই সেটা নিজের জন্য রাখা হোক বা অন্যের জন্য হোক। ঐ গোশত বিয়েতে খাওয়ানো যাবে। তবে বিয়ের উদ্দেশ্যে কুরবানী করা যাবে না।

## ঈদ ও কুরবানী সংক্রান্ত বিবিধ বিষয়

### ৩৪. প্রশ্ন: সূদের টাকা দিয়ে কুরবানী দেওয়া যাবে কি?

**উত্তর:** ইসলামের দৃষ্টিতে সূদ হারাম। তাই শুধু কুরবানী নয় কোন ইবাদতই হারাম উপার্জন দ্বারা বৈধ নয়। (মুসলিম, মিশকাত, হা/২৭৬০, 'ক্রয়-বিক্রয ও ব্যবসা' অধ্যায়, 'উপার্জন করা ও হালাল রোযগারের উপায় অবলম্বন করা' অনুচ্ছেদ)

### ৩৫. প্রশ্ন: রসূল (সঃ) কোন সাহাবীকে সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও কুরবানী করতে নিষেধ করেছিলেন? সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও সাহাবীগণ কেন কুরবানী করতেন না?

**উত্তর:** রসূল (সঃ) কোন সাহাবীকে কুরবানী করতে নিষেধ করেননি। তবে কুরবানী করা যে ওয়াজিব নয় তা জানানোর জন্য আবূবকর সিদ্দীক্ব ও উমার (রাঃ) নিয়মিত কুরবানী করতেন। (বায়হাক্বী, ইরওয়াউল গালীল, হা/১১৩৯, ৪/৩৫৪)

## ৩৬. প্রশ্ন: ঋণ নিয়ে কুরবানী করা যাবে কি?

**উত্তর:** ঋণ নিয়ে কুরবান করা যাবে, যদি তা পরিশোধ করার সামর্থ্য থাকে। রসূল (সঃ) এমনকি সাহাবীগণও বিভিন্ন কার্য সম্পাদন করার জন্য ঋণ নিতেন এবং পরে তা পরিশোধ করতেন। (ফিক্বহুস সুন্নাহ, ৩/১৮৪, 'ঋণ' অনুচ্ছেদ)

মূলত কুরবানী করার বিষয়টি নিজস্ব সামর্থ্যের সাথে শর্তযুক্ত। রসূল (সঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও কুরবানী করল না, সে যেন আমাদের ঈদগাহের নিকটেও না আসে।' (আহমাদ, ইবনু মাজাহ, হাকিম, সহীহ ইবনু মাজাহ, হা/২৫৩২; বুলূগুল মারাম, হা/১৩৪৯) অতএব সামর্থ্য থাকলে কুরবানী করবে, নইলে ঋণ করে কুরবানী করতেই হবে এরূপ বাধ্যবাধকতা শরীয়াতে নেই।

## ৩৭. প্রশ্ন: কুরবানীর ঈদকে সামনে রেখে 'পাম বড়ি' খাইয়ে গরু, মহিষ বা অন্য পশু মোটাতাজা করা যাবে কি?

**উত্তর**: ঈদুল আযহা তথা কুরবানীর ঈদকে সামনে রেখে 'পাম বড়ি' খাইয়ে গরু, মহিষ, ছাগল ও ভেড়া মোটাতাজাকরণের প্রবণতা আমাদের দেশে বেশ চোখে পড়ে। অপেক্ষাকৃত কম ওজনের, কম বয়সের ও রোগা পশুকে এ প্রক্রিয়ায় মোটাতাজাকরণের জন্য বেছে নেওয়া হয়। ঈদুল আযহাকে সামনে রেখে কিছু অসাধু গবাদিপশু পালনকারী ব্যক্তি অধিক লাভের আশায় এ কাজ অবাধে চালিয়ে যায়। জানা যায়, পামবড়ি খাওয়ানোর পর গরু, মহিষ বা ছাগল স্বাভাবিকের তুলনায় বেশি মোটাতাজা হলেও এবং বাহ্যিক তরতাজা দেখালেও এ সব পশু যবাইয়ের পর সে পরিমাণ গোশত পাওয়া যায় না। কারণ, পামবড়ি খাওয়ানো পশুর চামড়ার ভেতরে পানির বাড়তি স্তর জমে। ফলে পশুকে অধিক মোটা দেখায়। এতে ক্রেতারা প্রতারণার শিকার হয়। এ সব পশুর গোশত খেলে মানুষের দেহে রোগ- ব্যাধি ছড়িয়ে পড়ার আশংকা প্রকাশ করেন চিকিৎসকরা।

বাজারে দু'ধরনের খোলা ট্যাবলেট গরু, মহিষ বা ছাগল মোটাতাজা করণের জন্য বিক্রি হচ্ছে বেশ। দেশে তৈরি ডেক্সাসিন, স্টেরন, ডিকার্ড প্রভৃতি ওষুধ গরু ও ছাগল মোটাতাজা করণে অবাধে ব্যবহৃত হচ্ছে। মোটাতাজা করণের জন্য ডেক্সাসিন, স্থানীয় ভাষায় এ ওষুধকে বলা হয় 'পামবড়ি', সেবন করালেও গরু ও ছাগলকে ক্ষনিকের জন্য মোটা দেখায়। তবে এ সব পশু ক্রমেই দুর্বল হয়ে পড়ে। গোশত সাদা ও স্বাদহীন হয়ে পড়ে। রক্তের রঙ পরিবর্তন হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা থাকে। পশুর রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতা ধীরে ধীরে কমে যায়।

এ সব পশুর গোশত মানুষের স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। আরযেহেতু এ সবের মাধ্যমে ক্রেতা প্রতারণার শিকার হয়, ফলে এ ধরণের ধোঁকামূলক কাজ সম্পূর্ণরূপে গর্হিত ও অবৈধ। কেননা, কুচক্রকারীদের সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন,

وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ

***অর্থাৎ, 'কুচক্র কুচক্রীদেরকেই পরিবেষ্টন করবে।'*** **[সূরা ফাত্বির (৩৫): ৪৩]**

আল্লাহর রসূল (সঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি আমাদেরকে ধোঁকা দেয় (বা প্রতারণা করে) সে ব্যক্তি আমাদের দলভুক্ত নয়।' (তাবারানীর কাবীর ও সাগীর, ইবনু হিব্বান, হা/৫৫৩৩; মুসলিম, হা/১০১, সহীহুল জামে, ৬৪০৮)

## ৩৮. প্রশ্ন: কুরবানীর পশুর গলায় লাল ফিতা বেঁধে দেওয়া যাবে কি?

**উত্তর:** কুরবানীর পশু হিসেবে কেবল পরিচিতির জন্য দেওয়া যেতে পারে। (সহীহ বুখারী, হা/১৭০০) তবে তা যেন মুশরিক ও বিদআতীদের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ না হয়। (আহমাদ, আবু দাঊদ, মিশকাত, হা/৪৩৪৭)

## ৩৯. প্রশ্ন: হিজড়া ছাগল কুরবানী করা বা তার গোশত খাওয়া যাবে কি?

**উত্তর:** এরূপ ছাগল কুরবানী করা ও তার গোশত খাওয়া যাবে। কারণ, হিজড়া হওয়া না হওয়া হালাল-হারামের মাপকাঠি নয়। ইসলামে ছাগলের গোশত খাওয়া হালাল। (সহীহ তিরমিযী, হা/১৫০৫)

## ৪০. প্রশ্ন: কুরবানীর চমড়া কাদের মাঝে বণ্টন করতে হবে?

**উত্তর:** কুরবানীর পশুর চামড়া হজ্জ পালনকালে যবেহকৃত পশুর চামড়ার ন্যায় গরীবদের মাঝে বণ্টন করে দিতে হবে। কেননা, দু'টির হুকুম অভিন্ন। আলী (রাঃ) বলেন, 'রসূল (সঃ) আমাকে কুরবানীর পশুর গোশত, চামড়া ও ঝুল বা আবরণ (গরীবদের মাঝে) বিলিয়ে দিতে নির্দেশ দিয়েছেন। এমনকি কসাইকেও কিছু দিতে নিষেধ করেছেন। (মুত্তাফক্ব আলাইহ, মিশকাত, হা/২৬৩৮)

## ৪১. প্রশ: মৃত ব্যক্তি তার নিজের নামে একটি গরু কুরবানী করার জন্য অসিয়ত করেছিলেন। প্রশ্ন হলো- মৃত ব্যক্তির জন্য কুরবানী করা জায়েয কি- না?

**উত্তর:** মৃত ব্যক্তির জন্য পৃথকভাবে কুরবানী দেওয়ার কোন সহীহ দলীল নেই। রসূল (সঃ)-এর অসিয়ত হিসেবে আলী (রাঃ) তাঁর জন্য পৃথক একটি দুম্বা কুরবানী করেছিলেন বলে তিরমিযী ও মিশকাতে যে হাদীসটি এসেছে (আলবানী তাহক্বীক্ব, মিশকাত, হা/১৬৪২), তা নিতান্তই যঈফ। অন্য কোন সাহাবী রসূল (সঃ)-এর জন্য বা কোন মৃত ব্যক্তির জন্য ভাবে কুরবানী করেছেন বলে জানা যায় না।

মৃত ব্যক্তিগণ পরিবারের সদস্য থাকেন না। সুতরাং তাদের উপর শরী'আতপ্রযোজ্য নয়। অথচ কুরবানী দিতে হয় জীবিত ব্যক্তি ও পরিবারের পক্ষ হতে। আব্দুল্লাহ বিন মুবারক (১১৮-১৮১ হি.) বলেন, যদি কেউ (মৃতব্যক্তির জন্য) কুরবানী করেই বসে তবে সবটুকু সদাক্বা করে দিতে হবে। (তিরমিযী, তুহফাতুল আহওয়াযী সহ, হা/১৫২৮, ৫/৭৮-৮০)

## ৪২. প্রশ্ন: একব্যক্তির একটি গরুর অসুখ হলে মান্নাত করে যে, গরুটি সুস্থ হলে কুরবানী দিবে। কিন্তু গরুটি সুস্থ হওয়ার পর সে গরুটি বিক্রি করে দেয়। এখন কৃত মান্নত পূরণ করতে আগ্রহী। এক্ষণে কিভাবে তা সম্ভব?

**উত্তর:** সুস্থ হওয়ার পর গরুটি কুরবানী না করার কারণে সে মান্নত ভঙ্গকারীর তালিকায় অন্তর্ভূক্ত হয়েছে। এখন তাকে মান্নত ভঙ্গের কাফফারা আদায় করতে হবে। উল্লেখ্য যে, মান্নত ভঙ্গের কাফফারা

হচ্ছে কসম ভঙ্গের কাফফারার মতো। (মুসলিম, মিশকাত, হা/৩৪২৯) অর্থাৎ ১০ জন মিসকিনকে খাদ্য দান কিংবা পোষাকদান অথবা একজনকৃতদাস মুক্তকরণ অথবা তিনদিন সিয়াম পালন করা। [মায়িদা (৫): ৮৯]

## ৪৩. প্রশ্ন: কুরবানীর দিন দুপুর পর্যন্ত নাকি না খেয়ে থাকতে হয়? এর সত্যতা কি?

**উত্তর:** কুরবানীদাতার জন্য ঈদের দিন কুরবানীর গোশত খাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত না খেয়ে থাকা সুন্নাত। তবে, এর নাম সিয়াম নয়। বুরায়দা (রাঃ) বলেন, 'রসূল (সঃ) ঈদুল ফিতরের দিন না খেয়ে ঈদগাহের উদ্দেশ্যে বের হতেন না। আরঈদুল আযহার দিন সলাত শেষ না করে খেতেন না। ' (তিরমিযী, ইবনু মাজাহ ও দারেমী, সনদ সহীহ, মিশকাত, হা/১৪৪০, 'দুই ঈদে সলাত' অনুচ্ছেদ) কুরবানীর পশুর কলিজা দ্বারা কুরবানীর দিনের প্রথম খাওয়া শুরু করা সুন্নাত। (বায়হাক্বী, মির'আত্২/৩৩৮)

## ৪৪. প্রশ্ন: ঈদের সলাত আদায় শেষে কোলাকুলি করা যায় কি?

**উত্তর:** বিশেষভাবে ঈদের সলাত আদায় শেষে কোলাকুলি করার দলী পাওয়া যায় না। এটা বিদ'আত তবে সাধারণভাবে আগন্তুক

ব্যক্তির সাথে কোলাকুলি করা যায়। আনাস (রাঃ) বলেন, নবী করীম (সঃ)-এর সাহাবীগণ পরষ্পর সাক্ষাতে মুসাফাহা করতেন, আর সফর থেকে আসলে কোলাকুলি করতেন। (ত্বাবারানী আওসাত্ব, বায়হাকী, সিলসিলাহ সহীহাহ, হা/১৬০-এর ব্যাখ্যা, ১/২৫২)

## ৪৫. প্রশ্ন: প্রকৃতি থেকে প্রাপ্ত মেহেন্দী ঈদ উপলক্ষ্যে বা অন্য সময়ে পায়ে লাগানো যায় কি? কেননা, বড়দের মুখে শুনেছি পায়ে মেহেন্দী লাগানো যায় না, পায়ে লাগালে পাপ হয়; এ কথাটা কি সত্য?

**উত্তর:** মেহেন্দী হচ্ছে মহিলাদের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করার একটি মাধ্যম, যা পুরুষ ব্যবহার করতে পারে না। মহিলারা হাত-পা উভয় স্থানেই মেহেন্দী লাগাতে পারে। একজন মহিলা আয়িশা (রাঃ)-কে মেহেন্দী ব্যবহার করা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেছিলেন, মেহেন্দী ব্যবহারে কোন ক্ষতি নেই। কিন্তু আমি অপছন্দ করি এ জন্য যে, আমার রসূল (সঃ) মেহেন্দীর গন্ধকে অপছন্দ করতেন। (আবূ দাউদ, নাসাঈ, মিশকাত, ২/২৮৩) হাদীসে সাধারণভাবে মেহেন্দী ব্যবহারের কথা বলা হয়েছে। কাজেই মহিলারা হাত ও পায়ে মেহেন্দী লাগাতে পারে। (হাশিয়া নাসাঈ, ২/২৩৭)

মহিলাদের মেহেন্দী লাগানো আবশ্যক। আয়িশা (রাঃ) বলেন, একজনমহিলা আল্লাহর রসূল (সঃ)-কে একটি কিতাব দেওয়ার জন্য

হাত বাড়ালে আল্লাহর রসূল (সঃ) নিজ হাত গুটিয়ে নেন। মহিলাটি বলল, আপনাকে কিতাব দেওয়ার জন্য হাত বাড়ালাম, আরআপনি তা নিলেন না। তখন আল্লাহর রসূল (সঃ) বললেন, আমি অবগত নই যে, এটা মহিলার হাত না পুরুষের হাত? মহিলাটি বলল, মহিলার হাত। রসূল (সঃ) বললেন, তুমি মহিলা হলে মেহেন্দী দ্বারা তোমার নখগুলো রঙিন করে নিতে। (নাসাঈ, ২/২৩৭; আবূ দাঊদ, ২/৫৭৪) হাদীসে মহিলাদেরকে নখগুলো মেহেন্দী লাগিয়ে পুরুষ হতে পার্থক্য করতে বলা হয়েছে, যার দ্বারা মহিলাদের মেহেন্দী লাগানোর আবশ্যকতা প্রমাণিত হয়।

মহিলারা পরিস্কার ও সুন্দর হওয়ার জন্য এমন খোশবু বা পদার্থ ব্যবহার করবে যার রং প্রকাশ পাবে এবং গন্ধ গোপন থাকবে। আবূ হুরায়রা (রাঃ) বলেন, আল্লাহর রসূল (সঃ) বলেছেন, পুরুষের খোশবু হচ্ছে যার রং প্রকাশ পাবে এবং গন্ধ গোপন থাকবে। (তিরমিযী, নাসাঈ, মিশকাত, পৃ-৩৮১) আল্লাহর রসূল (সঃ) মেহেন্দী দাড়িতে লাগিয়েছেন বলে মেয়েদের পায়ে লাগানো যায় না- এ ধারণা ঠিক নয়। আল্লাহর রসূল (সঃ) খোশবু দাড়িতে লাগাতেন, আবার মহিলাদেরকে মাসিক (ঋতুচক্র) হতে পবিত্র হওয়ার সময় লজ্জাস্থানেও লাগাতে বলেছেন। (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত, পৃ-৪৮) আল্লাহর রসূল (সঃ)-এর ব্যবহার কোন বস্তুর মান বাড়লে মহিলাদেরকে লজ্জাস্থানে খোশবু লাগাতে বলতেন না। কাজেই আমাদের এ ধারণা ঠিক নয়।

## ৪৬. প্রশ্ন: কুরবানীর ঈদের রাতে বিশেষ কোন সলাত আদায় করা যাবে কি?

**উত্তর:** উভয় ঈদের (ঈদুল ফিৎর ও আযহা) রাতে বিশেষ কোন সলাত আদায় বা এ রাত্রি জেগে ইবাদত করা বিদ'আত (মু'জামুল বিদ'আ, পৃ. ৩৩২) ঈদুল ফিতরের রাতের ১০০ রাক'আতএবং ঈদুল আযহার রাতের ২ রাক'আতসলাতও বিদ'আত (ঐ, পৃ. ৩৩৪) এক হাদীসে বলা হয়েছে- যে ব্যক্তি ঈদুল ফিতর ও আযহার রাত্রি জাগরণ করে (ইবাদত) করবে, তার হৃদয় সেদিন মারা যাবে না, যেদিন সমস্ত হৃদয় মারা যাবে। (ত্বাবারানী) তবে, এ হাদীসটি জাল। (সিলসিলা যঈফা, হা/৫২০; যঈফুল জামে', হা/৫৩৬১)